সংবাদ

তারিখ 7 JAN 2010
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

ঢাবি তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

স্বপন কুমার দাস

দিনটি ছিল ইংরেজি নববর্ষের প্রথমদিন। তার ওপর সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবার। এমনিতেই এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ উৎসবে মেতে থাকে। নববর্ষকে বরণ করার আয়োজন চলে। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ছাত্রছাত্রীরা সব প্রয়াস চালায়। এ দিনটিকেই বেছে নেন উদ্যোক্তারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের জন্য। স্থান ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র। তাই বাড়তি আমেজ ছিল উৎসবকে ঘিরে। সেদিন ওই বিভাগের নবীন-প্রবীণ ছাত্রছাত্রীদের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে সুবর্ণ জয়ন্তী পেয়েছিল নতুন মাত্রা, পরিণত হয়েছিল উৎসবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ক'দিন আগে থেকেই কলাভবন সেজেছিল বর্ণিল সাজে। কলাভবনের নিচতলা অর্থাৎ বিভাগের কার্যালয়ের সামনের করিডোরের পুরোটাই ছিল বেলুন ও ফেস্টুন দিয়ে শোভিত। ফ্লোরে ছিল রং-বেরঙের আল্পনা। রাতে কলাভবন ছিল আলোকসজ্জায় সজ্জিত। বহুদিন পর কলাভবন যেন ফিরে পেয়েছিল প্রাণ। দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার প্রথমদিন অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর বিকেলে ছিল সেমিনার। আরসি মজুমদার মিলনায়তনের ওই সেমিনারে সেদিন অংশ নিয়েছিলেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার কর্নেল (অব.) শওকত আলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. দুর্গাদাস ভট্টাচার্য প্রমুখ। পরদিন ১

জানুয়ারি-২০১০ ছিল সমাপনী অনুষ্ঠান। মধ্যপৌষের হাড় কাঁপানো শীত উপেক্ষা করে সেদিন সকালে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সহস্রাধিক নবীন-প্রবীণ ছাত্রছাত্রী এসে উপস্থিত হন। সবার মাঝেই ছিল ফুরফুরে আমেজ। প্রবেশ পথে ছিল চোর ঝুড়ানো তোরণ। তাই আগলে দাঁড়িয়েছিল চিরচেনা খলিল ও' রবি। তোরণদ্বার পেরিয়ে সবাই ছুটছে অডিটোরিয়ামের দিকে। পরিচিতদের সঙ্গে দেখা হলেই তারা কুশল বিনিময় করছে, নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

এভাবেই এক সময় তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার বিভাগের বর্তমান আর সাবেক ছাত্রছাত্রীদের আগমনে টিএসসির অডিটোরিয়াম কানায় কানায় ভরে ওঠে। বিশিষ্ট অতিথিরা মঞ্চে এসে আসন নেন। জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। মঞ্চে আসীন অতিথিরা বক্তৃতা দেয়া শুরু করেন। একে একে বক্তৃতা দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ড. মীজানুর রহমান, উপ-উপাচার্য ড. হারুন-অর-রশিদ, উপাচার্য ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, বিভাগের চেয়ারপারসন ড. সালমা চৌধুরী এবং উৎসব কমিটির আহ্বায়ক ড. এমএম মান্নান। শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ তার বক্তৃতায় গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা সমাধানে একটি কমিটি করার কথা ঘোষণা দিলে বিপুল করতালির মাধ্যমে তা স্বাগত জানানো হয়।

অডিটোরিয়ামের ভেতরে যখন আশ্বাস আর প্রাপ্তির কঠিন হিসাব-নিকাশ, বাইরে তখন ভিন্ন আমেজ। সেদিন পুরো সবুজ চত্বর ছিল সাবেক ছাত্রছাত্রীদের জমাট আড্ডা। বিভিন্ন জায়গায় গোল হয়ে বসে শীতের রোদ্দুর পোহানোর ফাঁকে তারা হাসি-তামাশায় মেতে ওঠে। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বহুদিন-বহুবছর পর সহপাঠীর সঙ্গে দেখা মেলে। কারণ ইতোপূর্বে এ বিভাগে কোন মিলন মেলা হয়নি। তাই দীর্ঘদিন পর ক্লাসমেটকে কাছে পেয়ে জড়িয়ে ধরা, কোলাকুলি করা এরপর এক সঙ্গে বসে আড্ডা, হারিয়ে যাওয়া সেই সোনালি দিনগুলোকে স্মরণ করা। এভাবেই সেদিন তারা নিজেরা গান গেয়ে, হাসি-তামাশা করে দিনটি উপভোগ্য করে তোলে। কেউ কেউ ছবি তুলে মুহূর্তটি স্মরণীয় করে রাখে।

এবার একটু পিছে ফিরে তাকাই। তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের যাত্রা ১৯৫৯ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন গ্রন্থাগারিক মো. সিদ্দিক খানের হাত ধরে এ বিভাগের যাত্রা শুরু। তখন এ বিভাগের নাম ছিল গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ। পরে এ বিভাগের দায়িত্ব নেন একেএম শামসুল আলম। তিনি দু'বার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। প্রথমে ৬ মাসের সার্টিফিকেট কোর্স দিয়ে এ বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু। ১৯৬২-৬৩ সালে এক বছর মেয়াদি মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়। ১৯৭৫-৭৬ শিক্ষাবর্ষে এক বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স ও দু'বছর মেয়াদি মাস্টার্স কোর্স চালু হয়। ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষে ৩ বছর স্নাতক সম্মান কোর্স চালু করা হয়। তখন এ বিভাগের নতুন নামকরণ হয় গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ। এই স্নাতক সম্মান কোর্স চালু হওয়ার পর এক ঝাঁক তরুণ শিক্ষক এ বিভাগে যোগ দেন। নতুন প্রাণ পায় এ বিভাগ। প্রতিষ্ঠাকালে এ বিভাগে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১২, শিক্ষক ছিলেন ৫ জন। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৭৫, শিক্ষক রয়েছেন ১৯ জন। এ বিভাগ থেকে এ পর্যন্ত আড়াই হাজার ছাত্রছাত্রী মাস্টার্স করেছেন। বর্তমানে তারা দেশে-বিদেশে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। এ দেশে শিক্ষা বিস্তারে এবং গ্রন্থাগার উন্নয়নে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। এভাবে এককালের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ আজকে তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ নামে শিক্ষার্থীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে চলেছে। শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলাতেও বিভাগটি সুনাম অর্জন করেছে। সেদিন অতিথিদের বক্তব্য পর্ব শেষ হলে দুপুরের খাবারের জন্য এক ঘণ্টা বিরতি দেয়া হয়। আগতদের খাবারের ব্যবস্থাও ছিল ভাল। বর্তমান-সাবেক ছাত্রছাত্রীরা সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে খাবারের প্যাকেট হাতে নিয়ে যেখানে যার সুবিধে খাবার পর্ব সারে। এ সময় চিরসবুজ মান্নান স্যার ঘুরে ঘুরে সবার খোঁজ-খবর নেন। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ছবি তোলেন। খাবার পর্ব শেষ হলে সবাই চলে আসে অডিটোরিয়ামে। শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং স্মৃতিকথা। বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাই গান গেয়ে, নেচে ও কৌতুক পরিবেশন করে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন। এরপর বিভাগের সাবেক ছাত্রী প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতশিল্পী শিমুল গান শুরু করেন। তার গানের তালে উত্তাল হয়ে ওঠে দর্শকরা, কেউ কেউ আনন্দে নাচতে থাকে। এভাবেই সেদিন নাচে-গানে শেষ হয় সাংস্কৃতিক পর্ব। তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী পালনে সেদিন বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন ওই বিভাগের বর্তমান শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রছাত্রীরা। নেপথ্যে ভূমিকা পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্থাগারিক অধ্যাপক ড. নাসির উদ্দিন মুন্সী এবং বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলী আকবর এবং উপ-গ্রন্থাগারিক দিলীপ চন্দ্র বিশ্বাস। এছাড়া বেশ ক'টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানটি সফল করতে সহযোগিতা করে। সেদিন অনুষ্ঠান শেষে ফেরার পথে মনে পড়ছিল সুরাইয়া ম্যাডামকে। এ বিভাগের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের যে কোন প্রয়োজনে তিনি এগিয়ে আসতেন, দু'হাতে সাহায্য করতেন। তার অকাল প্রয়াণ সবাইকে নাড়া দিয়েছিল। এমন আনন্দের দিনে তাকে মিস করায় মন ব্যথায় ভরে ওঠেছিল।